অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। বিশ্রুতচরিতম্ কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত? ঐ গ্রন্থের রচয়িতার লেখা একটি অলঙ্কার শাস্ত্রের নাম লেখ।

উত্তর ঃ দণ্ডী বিরচিত দশকুমারচরিতম্ নামক গদ্য কাব্যের অষ্টম উচ্ছ্বাস থেকে বিশ্রুতচরিত অংশটি উদ্ধৃত।

দণ্ডী রচিত অলঙ্কার গ্রন্থের নাম—কাব্যাদর্শ।

২। বিশ্রুতের পরিচয় দাও?

উত্তর ঃ মগধরাজ রাজহংসের বার জন মন্ত্রীর অন্যতম সুশ্রুতের পুত্র হলেন বিশ্রুত।

৩। বিশ্রুত বিন্ধ্যারণ্যে কিরূপ বালককে কোথায় দেখেছিলেন?

উত্তর ঃ বিশ্রুত দণ্ডকারণ্যে প্রায় আট বছরের একটি বালককে একটি কূপের পাশে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেন।

৪। বিন্ধ্যারণ্যে ক্রন্দনরত বালকটির পরিচয় দাও?

উত্তর ঃ বিন্ধ্যারণ্যে ক্রন্দনরত বালকটি হল বিদর্ভে রাজত্বকারী ভোজবংশীয় রাজা পুণ্যবর্মার পৌত্র এবং অনন্তবর্মার পুত্র ভাস্করবর্মা।

৫। পুণ্যবর্মার পরিচয় দাও?

উত্তর ঃ পুণ্যবর্মা ছিলেন ভোজবংশীয় এবং বিদর্ভনগরে তিনি রাজত্ব করতেন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, কীর্তিমান, বিনয়ী, বিদ্বানগণের প্রিয় এবং সর্বগুণসম্পন্ন।

৬। অনন্তবর্মার পরিচয় দাও?

উত্তর ঃ বিদর্ভ রাজ্যের রাজা পুণ্যবর্মার পুত্র ছিলেন অনন্তবর্মা। পিতার মৃত্যুর পর এই সর্বগুণসম্পন্ন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মধ্যে দণ্ডনীতি বিষয়ক জ্ঞানের অভাব থাকায় দুষ্টদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে ইনি সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

৭। বিহারভদ্র কে? তার পরিচয় দাও?

উত্তর ঃ বিদর্ভরাজ অনন্তবর্মার বাল্যবন্ধু হলেন বিহারভদ্র। তিনি ছিলেন ছিদ্রান্বেষী, উৎকোচগ্রহণকারী, দুর্নীতিপরায়ণ এবং কামুক প্রকৃতির ব্যক্তি। বাক্‌নৈপুণ্যের দ্বারা রাজাকে বিপথে পরিচালিত করে তিনি রাজ্যের সর্বনাশ সাধন করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

৮। বসুরক্ষিত কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় দাও?

উত্তর : বিদর্ভরাজের কুলক্রমাগত বৃদ্ধমন্ত্রী ছিলেন বসুরক্ষিত। তিনি নানা শাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন এবং নতুন রাজা অনন্তবর্মাকে রাজনীতি বিষয়ে সদুপদেশ দিয়েছিলেন যদিও বিহারভদ্রের পরামর্শে অনন্তবর্মা তাঁর উপদেশ পরিত্যাগ করেন এবং পরিণতি হিসাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

৯। 'অধীষ্ব তাবদ্দণ্ডনীতিম্'—কে কাকে একথা বলেছে? কে কার জন্য কত শ্লোকে দণ্ডনীতি প্রণয়ন করেন?

উত্তর : বিহারভদ্র নামক অনন্তবর্মার বাল্যবন্ধু তাঁকে একথা বলেন।

বিষ্ণুগুপ্ত মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের উপকারের জন্য ৬০ হাজার শ্লোকে দণ্ডনীতি রচনা করেছিলেন।

১০। রাজবিদ্যা কয় প্রকার?

উত্তর : বিহারভদ্র বলেছেন রাজবিদ্যা চার প্রকার—তিন বেদ বিষয়ে জ্ঞান, কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী ও দণ্ডনীতি।

১১। শাস্ত্রজ্ঞান জন্মালে কি হয়?

উত্তর : বিহারভদ্রের মতে শাস্ত্রজ্ঞান হলে প্রথমেই স্ত্রী-পুত্রের উপর অবিশ্বাস জন্মায়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন জীবন চালাবার জন্য কতটুকু চাল এবং কতটুকু জ্বালানির দরকার তাই সব সময় মেপে খরচ করার একটা প্রবণতা তার মধ্যে দেখা দেয়।

১২। ঘুম থেকে জেগেই রাজা কি করবেন?

উত্তর : ঘুম থেকে জেগেই কোনমতে মুখ ধুয়ে অথবা না ধুয়েই সামান্য জলযোগ সেরে আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনায় বসবেন।

১৩। চাণক্য আহরণের কটি উপায়ের কথা বলেছেন? মন্ত্রীরা তাকে কটি উপায়ে পরিণত করেন?

উত্তর : চাণক্য ধনসম্পদ আহরণের চল্লিশটি উপায়ের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মন্ত্রীরা রাজাকে ভুল বুঝিয়ে আহরণের হাজার উপায় বার করে।

১৪। 'হস্তপ্রসারয়ন্নেবোত্তিষ্ঠতি'—কে কখন কেন হস্ত প্রসারিত করে থাকেন?

উত্তর : রাজা দিনের চতুর্থ প্রহরে ধনীদের কাছ থেকে সোনাদানা নেবার জন্য হাত প্রসারিত করে বসে থাকেন।

১৫। রাজার নানাহারের সময় কখন? তখন তাঁর মধ্যে কিরূপ ভয় কাজ করে?

উত্তর : তৃতীয় প্রহরে রাজাদের নানাহারের সময়। আহারের পর যতক্ষণ না আহার্য পরিপাক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিষ ভক্ষণের ভয় তাঁর ভিতর কাজ করে।

Scanned with CamScanner